টাটার বিনিয়োগ

চূড়ান্ত হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে

ইউনুস চৌধুরী

বহুল আলোচিত টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে শেষ দফা সমঝোতা বৈঠক শেষ হয়েছে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই। গ্যাসের দাম নিয়ে সরকারের সঙ্গে মিল না হওয়ায় টাটা প্রতিনিধিদল দেশে ফিরে গেছে। এরই জের ধরে কিছু মহল থেকে বলা হচ্ছে, টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব ভেস্তে গেছে। এটা আর হচ্ছে না। বাস্তবতা ভিন্ন। কারণ, টাটার তরফ থেকে জানানো হয়েছে দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি প্যাকেজ প্রস্তাব পাঠানো হবে সরকারের বিবেচনার জন্য। এই প্রস্তাবে কি আসতে পারে তা সম্পর্কে যেটুকু আভাস মিলিছে তাতে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশে টাটার বিনিয়োগ চুক্তি স্বার হতে পারে বলেই আশংকা করা হচ্ছে। টাটা নতুন যে প্রস্তাব পাঠাতে পারে তা রাজনৈতিক বিবেচনায় গ্রহণ করা হতে পারে- এমন ধারণাই এই আশংকার কারণ। তবে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার যদি গ্যাসের দামের ত্রে ছাড় দিয়ে কোনো চুক্তি করে তাহলে তা হবে দেশের জন্য আত্মঘাতী। কম দামে গ্যাস দিয়ে কাফকো চুক্তি হয়েছিল স্বৈরাচার এরশাদের আমলে। এ কারণে আজও এরশাদ সরকারকে সমালোচনা করা হয়। আর লোকসান গুনতে হয় পেট্রোবাংলাকে। কোনো নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে আরো একটি কাফকোর উদাহরণ তৈরি হবে এটা কেউই আশা করে না। একান্ত গোপনে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যদি এ চুক্তি করা হয় তাহলে আগামী নির্বাচনে টাটা চুক্তি একটি নির্বাচনী ইস্যুও হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। তাছড়া বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নির্বাচনী বছরে অনেক বড় বড় প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। তাড়াহুড়ো করে করা হয় বড় বিনিয়োগ চুক্তি। নির্বাচনী তহবিল গঠনের জন্য জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। সরকারের দুর্বলতাগুলো কাজে লাগিয়ে বিদেশী কোম্পানিগুলোও সুযোগ নিয়ে থাকে।

২৫০ কোটি ডলারে বিনিয়োগ

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে টাটা

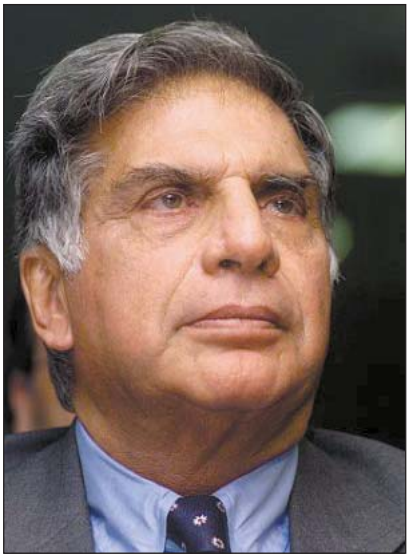

রতন টাটা

প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে বলে জানায়। টাটার এই বিনিয়োগ প্রস্তাব এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো বিদেশী কোম্পানির একক বৃহত্তম বিনিয়োগ প্রস্তাব। ফলে, এই বিনিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয় ও আলোচনা আরম্ভ হয়। রতন টাটা ২০০৪ সালের ১৩ অক্টোবর বিনিয়োগ বোর্ডের সঙ্গে রপ্তানিমুখী সারকারখানা এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের আগ্রহপত্র স্বার করে। এরপর সরকার টাটা কোম্পানির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্য করা হয় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এবং বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানকে। ছয় মাস ধরে টাটা কোম্পানির ৩০টি বিশেষজ্ঞ দল প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে। ২০০৫ সালের এপ্রিলে তারা প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫০ কোটি ডলার করে। এই বিনিয়োগে চট্টগ্রামে ১০ লাখ টনের একটি সারকারখানা, পাবনাতে ২৫ লাখ টনের একটি ইস্পাত কারখানা এবং ঈশ্বরদীতে ৫০০ মেগাওয়াটের ২টি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের প্রি-ফিজিবিলিটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এছাড়া সরকার অনুমতি দিলে টাটা কোম্পানি বড়পুকুরিয়া এবং ফুলবাড়ীতে কয়লাখনি প্রকল্পে বিনিয়োগেও আগ্রহ দেখায়।

তবে টাটার বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রায় ২ হাজার লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে এবং ৫ হাজার লোকের অস্থায়ী কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক টাটার বিনিয়োগ বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ বিনিয়োগ বড় ভূমিকা রাখবে। কিন্তু প্রকল্পগুলো সবই রপ্তানিমুখী হওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে সরাসরি আর্থিক লাভের পরিমাণ কম হবে। টাটা তিন প্রকল্পের প্রায় সব সরঞ্জামাদি বিদেশ থেকে আমদানি করবে। সেগুলো এখানে শুধু স্থাপন করা হবে।

বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে চুক্তির লয়ে দরকষাকষির জন্য নেগোসিয়েশন কমিটি করে দেয়া হয় সাবেক অর্থ সচিব জাকির আহমদ খানকে। তাঁর অবসরের পর কমিটির প্রধান করা হয় যোগাযোগ সচিবকে। ভারত থেকে টাটার নেগোসিয়েশন দল মোট চার দফায় সভায় মিলিত হয়। সর্বশেষ গত ৮ ফেব্রুয়ারি সমঝোতা না হওয়ার কারণে তারা ফিরে যায়। যাবার আগে টাটার প্রতিনিধিদলের প্রধান বলে যান যে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে তারা একটি বিকল্প প্রস্তাব পাঠাবেন।

চুক্তি হবে গোপনে!

দেশে বড় ধরনের বিনিয়োগ চুক্তি করার আগে সব সময়ই গোপনীয়তা রা করা হয়। এবারও তা করা হয়েছে। এমনকি এসব বিষয়ে জাতীয় সংসদেও কোনো আলোচনা করা হয় না। বরং, এসব চুক্তির ত্রে বড় ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। টাটার ত্রেও শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কা জোরদার হচ্ছে। এধরনের বড় বিনিয়োগের ত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তদবিরের ঘটনাও ঘটে থাকে। বাংলাদেশে এ রকম উদাহরণ পাওয়া কঠিন নয়। তেল গ্যাসের ব্লক বরাদ্দের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রীরা পর্যন্ত তদবির করেছে অতীতে। এমনকি মার্কিন কোম্পানির গ্যাসের দাম পরিশোধের বিষয়েও মার্কিন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে তদবির করেছেন। আরো স্পষ্ট করে বললে, প্রভাব খাটিয়েছেন। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি নিয়ে চীনা মন্ত্রীরাও তদবির করেছে। স্বভাবতই এগুলো হয় পর্দার অন্তরালে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ভারত সফরে যাবেন। অ-নানুষ্ঠানিকভাবে হলেও সেখানে টাটার বিষয়ে কথাবার্তা হতে পারে। হতে পারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তদবির। কারণ বাংলাদেশে টাটার বিনিয়োগ হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে

ভারত। ভারত বহু আগে থেকেই বাংলাদেশ থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানি করার চেষ্টা করে আসছিল। বাংলাদেশ সরকারও গ্যাস রপ্তানির জন্য উদ্যোগ নেয়। কিন্তু জনমতের চাপেই হোক আর ভিন্ন কোনো কারণেই হোক সরকারি উদ্যোগ বেশিদূর যেতে পারেনি। তবে গ্যাস রপ্তানির এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পরই আসে টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। সেটি হলো : প্রথম রাউন্ড তেল গ্যাস বিডিংয়ের পর বিদেশী তেল কোম্পানি তিনটি গ্যাসক্ষেত্রে সাঙ্গু, মৌলভীবাজার ও বিবিয়ানা আবিষ্কার করে। এখানে মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৩ দশমিক ৬১ টিসিএফ। ইউনোকল ২০০১ সালের পাইপলাইনের মাধ্যমে ২০ বছরে ৩ দশমিক ৬৫ টিসিএফ গ্যাস ভারতে রপ্তানির প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। টাটার প্রকল্পগুলোতেও প্রায় ৩ টিসিএফ গ্যাস লাগবে বলে জানা যায়। এ হিসেবগুলো দেখে টাটার প্রস্তাবকে ইউনোকলের ভারতে গ্যাস রপ্তানির বিকল্প প্রস্তাব বলে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। কারণ টাটার প্রকল্পগুলো সবই রপ্তানিমুখী। পার্থক্য এটুকু যে টাটা গ্যাস রপ্তানি না করে তা দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করবে

দেশের বিশিষ্ট জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজির পরিচালক প্রফেসর নুরুল ইসলাম টাটার বিনিয়োগকে গত ১০-১৫ বছরে বাংলাদেশের গ্যাসখাতের বিভিন্ন বিদেশী বিনিয়োগকৃত প্রকল্পগুলো পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, সাধারণ নির্বাচনের আগে অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; বিদেশী কোম্পানির কাছ থেকে গ্যাস ক্রয়ের সময় বেশি দাম প্রদান করা হয়; এবং বিদেশী কোম্পানির কাছে গ্যাস বিক্রির সময় যুক্তিযুক্ত দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি করা। এসবের পরিণাম হয় দেশের জন্য অত্যন্ত তিকর। তৎঅর মতে, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে ভূগর্ভে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা প্রজাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল মতার মালিক প্রজাতন্ত্রের জনগণ। অতএব প্রজাতন্ত্রের সকল জনগণের স্বার্থে সরকার। দীর্ঘ মেয়াদকালে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেবে এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

গ্যাসের মূল্য প্রসঙ্গ

টাটার প্রস্তাবে অন্যান্য সুবিধাসহ ২০ বছরের জন্য নিরবচ্ছিভাবে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে গ্যাস ক্রয়ের সুযোগ চাওয়া হয়। সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন প্রাথমিকভাবে তাদেরকে আশ্বাস দেন যে, ২০

রফতানির উদ্দেশ্যে টাটা বা যেকোন বিদেশী বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের গ্যারান্টি দিলে এবং তার কোনো ব্যাত্যয় ঘটলে তখন সরকারকে আবার জরিমানা গুনতে হবে

বছরের জন্য গ্যাস সরবরাহ করতে অসুবিধা হবে না। পেট্রোবাংলা ইতিমধ্যে কয়েকটি বিদেশী বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানকে (কাফকো, আইপিপি এবং লাফার্জ সিমেন্ট) ২০ বছরের গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ফলে টাটাকে দিতেও কোনো অসুবিধা হবে না। প্রতিমন্ত্রীর এসব কথায় টাটাও পুলকিত হয়। কারণ গ্যাসের দামও সস্তা, ওদিকে অনেক কম মূল্যে পাওয়া যাবে। এভাবেই টাটা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল। কিন্তু নাইকোর গাড়ি কেলেংকারিতে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীকে বিদায় নিতে হয়। পরবর্তীকালে গ্যাসের দাম নিয়েই টাটা প্রাথমিক হোঁচটটা খেতে হয়েছে।

রফতানির উদ্দেশ্যে টাটা বা যেকোন বিদেশী বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। গ্যাস সরবরাহের অঙ্গীকার রার জন্য পেট্রোবাংলাকে দেশের নির্দিষ্টকৃত এক বা একাধিক গ্যাসক্ষেত্রে আলাদা করে রাখতে হবে। টাটাকে গ্যাস দিতে হবে ২০ থেকে ২৫ বছর। বর্তমানে যে মজুদ আছে তা ২০১৫ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সে অবস্থায় নতুন কোনো গ্যাসক্ষেত্রে আবিষ্কার না হলে দেশের বর্তমান মজুদ পুরাপুরিভাবে শেষ হওয়ার অনেক আগেই দেশীয় শিল্পকারখানার জন্য গ্যাস সরবরাহ করা যাবে না যা দেশী শিল্পকারখানার জন্য হবে ভয়াবহ। তখন দেশীয় শিল্প চালু রাখার জন্য বেশি দামে আমদানি করতে হবে জ্বালানি গ্যাস বা তেল। অথবা দেশী বিকল্প জ্বালানি কয়লা ব্যবহারের চিন্তা করতে হবে। বর্তমানের মজুদ গ্যাস বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে কমদামে আগাম বিক্রি করা দেশের জন্য হবে আত্মঘাতী। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে সবাই মনে করছেন। এছাড়া বাংলাদেশে গ্যাস সঞ্চালন ও সরবরাহ সিদ্ধান্তও তেমন ভালো নয়। দেশীয় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাসের চাপ কমে গেলে বা গ্যাস না দিতে পারলেও সরকারকে কোনো জরিমানা গুণতে হয় না। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের গ্যারান্টি দিলে এবং তার কোনো ব্যাত্যয় ঘটলে তখন সরকারকে আবার জরিমানা গুনতে হবে। কারণ গ্যারান্টি কজে এ বিষয়গুলোও থাকবে।

টাটা স্থানীয় শিল্পে গ্যাসের দামের প্রসঙ্গ তুলেছে। তুলেছে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রে (আইপিপি) গ্যাস সরবরাহে দামের বিষয়টিও। কিন্তু বেসরকারি অর্থাৎ আইপিপি বিদ্যুৎ সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। এটা রফতানির জন্য নয়। টাটার উৎপাদিত বিদ্যুৎ যদি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশী শিল্পকারখানার জন্য ব্যবহৃত হয় সে ক্ষেত্রে অন্যান্য আইপিপিকে দেয়া দামে গ্যাস সরবরাহ বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে সে বিদ্যুৎ যদি টাটার নিজস্ব রপ্তানিমুখী শিল্পে ব্যবহার করা হয় তখন গ্যাসের দাম ভিন্নভাবে বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। জানা গেছে, টাটা প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের দাম দেড় ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু দেশে স্থানীয় শিল্পে যে গ্যাস দেয়া হয় সেখানে দাম বর্তমানে ২ ডলারের বেশি। প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের জন্য দেশীয় শিল্পপতিদের পরিশোধ করতে হয় ১৪৮ টাকা ১৩ পয়সা। আইপিপিতেও দুই ডলারের বেশি পড়ে। টাটা অবশ্য কাফকো সার কারখানা এবং লাফার্জ সিমেন্ট কারখানায় স্বল্প দামে গ্যাস দেয়ার বিষয়টি তুলেছে। কিন্তু কাফকো স্বৈরাচারী সরকারের আমলে করা হয়। এখানে সারের দামের ওপর নির্ভর করে গ্যাসের দাম নির্ধারিত হয়। তারপরও বর্তমানে কাফকো থেকে গ্যাসের দাম পাওয়া যাচ্ছে প্রতি হাজার ঘনফুট ২ ডলার ৮৩ সেন্ট। গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে কাফকোর সঙ্গে চুক্তিটি ছিল অত্যন্ত জটিল। এখানে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দামের

ওপর ভিত্তি করে। ইউরিয়ার দাম বেড়ে যাবার কারণে পেট্রোবাংলা বর্তমানে কাফকো থেকে গ্যাসের দাম আগের চেয়ে বেশি পাচ্ছে। তবে এ চুক্তিতে অত্যন্ত তিকর যে ধারাটি ছিল সেটি হলো আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম যতই বাড়ুক না কেন, প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম কখনোই ২ দশমিক ৮৫ ডলারের বেশি পরিশোধ করা হবে না। অন্যদিকে লাফার্জ সিমেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সরকার গ্যাসের দাম পাবে ২ দশমিক ৮০ ডলার।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ গ্যাস গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের দাম আন্তর্জাতিক বাজার দরের চেয়ে অনেক কম। এর কারণ হলো যেসব ফিল্ড থেকে গ্যাস বিক্রি করা হয় এগুলো বহু আগে আবিষ্কার করা। তখন এগুলো আবিষ্কার করতে খরচও কম পড়ে। যে কারণে গ্যাস বিক্রিও করা হয় কম দামে। কিন্তু বর্তমানে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে গেলেও দেশে দাম বাড়ানো হয়নি রাজনৈতিক কারণে। ফলে, দেশীয় গ্রাহকরা অপোকৃত কম দামে গ্যাস পেয়ে থাকে।

গ্যাসের আন্তর্জাতিক দর-দাম

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশ আমেরিকায় গত ছয় বছরে গ্যাসের গড় দাম ছিল প্রতি হাজার ঘনফুট (এমসিএফ) প্রায় সাড়ে ৮ ডলার। ভোক্তা পর্যায়ে গত অর্থবছরে এই দাম ছিল ১১ ডলারের ওপর। আর ইউরোপজুড়ে এ দাম ওঠানামা করছে ৭ থেকে ১০ ডলারের মধ্যে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের বাজার নিয়ন্ত্রিত দাম ৪ ডলারের সামান্য বেশি। মায়ানমার পাইপলাইনের মাধ্যমে ফিলিপাইনের কাছে গ্যাস বিক্রি করছে প্রতি হাজার ঘনফুট ৪ দশমিক ২৫ ডলারে। সম্প্রতি তারা চীনে গ্যাস রপ্তানির একটি চুক্তি স্বার করেছে ৪ দশমিক ৮৫ ডলার হিসেবে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জ্বালানি তেলের মতো এশিয়ার বাজারে এখনো গ্যাসের দাম নির্ধারণের কোনো প্রক্রিয়া চালু হয়নি। তবে এ অঞ্চলে গ্যাসের দাম নির্ধারণের জন্য সিঙ্গাপুর বাজারের হাই সালফার ফুয়েল অয়েলের (ঐঝঋঙ) এফওবি কিংবা সিআইএফ দাম উপজীব্য ধরে নির্ধারিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো এ পদ্ধতিতে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করছে।

এই প্রেতিে প্রশ্ন হলো টাটার জন্য গ্যাসের দাম কত হওয়া উচিত? টাটা যদি প্রস্তাবিত কারখানাগুলো পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করতো তাহলে গ্যাসের দাম কি হতো? প্রথমে মিয়ানমার থেকে পশ্চিমবাংলা পর্যন্ত গ্যাস পাইপালইন স্থাপন করতে হতো। মিয়ানমার থেকে গ্যাস আমদানি করতে হলে দাম দিতে হতো প্রতি হাজার ঘনফুট ৫ ডলার। বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে ইউনোকল এবং কেয়ার্নের কাছ থেকে এশিয়ান বাজার মতে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস ক্রয় করছে যথাক্রমে ৩ ডলার এবং ২ দশমিক ৮৫ ডলার দিয়ে। এ দামের সঙ্গে পরিবহন খরচ যোগ করে কোনো লাভ ছাড়া টাটার জন্য গ্যাস সরবরাহ করতে প্রতি এমসিএফ গ্যাসের দাম পড়বে প্রায় ৩ দশমিক ৫০ ডলার। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ প্রতি হাজার ঘনফুট যদি ৪ ডলার বিক্রি করে তাহলে লাভ করতে পারে। টাটার সঙ্গে দর কষাকষির সময় সরকার প সাড়ে তিন ডলার দাবি করেছে। আর টাটার চাওয়া নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ গ্যারান্টির ত্রে দাম আরো বেশি চাওয়া হয়। সমস্যা হলো, নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ কি বাংলাদেশের পে পালন করা সম্ভব হবে? যে কোনো রকম সামান্য বিপর্যয়ে অনেক বড় মূল্য দিতে হবে সরকারকে।

কেউ কেউ মনে করছেন, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গ্যাসের দাম টাটার কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে তাদের কয়লাখনি উন্নয়ন করে উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করার প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। সেত্রে তাদের জন্য প্রচলিত রয়্যালটি এবং কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদানের প্রথা প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অথবা তাদের এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশনের কাছ থেকে ফুলবাড়ি কয়লা খনির কয়লা ক্রয়ের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

গন্তব্য কোন পথে

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে টাটার বিনিয়োগ চূড়ান্ত করা হলে দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুফল বয়ে আনার কোনো সম্ভাবনা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, টাটার বিনিয়োগ ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ, টাটার সঙ্গে প্রতিবেশী ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীও যুক্ত রয়েছে। টাটার দিক থেকে দেখলে তাদের দরকষাকষির অবস্থান ঠিক মনে হতে পারে। কর্মসংস্থান, আনুষঙ্গিক শিল্প সম্প্রসারণ ইত্যাদি যুক্তিও খুব আকর্ষণীয় মনে হয়। কিন্তু, বাংলাদেশের অবস্থান কোনোভাবেই শুধু এসব কিছু অর্থনৈতিক লাভালাভের বিষয় নয়। গ্যাসের সঠিক দর পাওয়া যেমন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিষয়টি। মাত্র ৩০০ কোটি ডলার রিজার্ভ নিয়ে ২৫০ কোটি ডলারের বিনিয়োগের প্রভাব সামাল দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। কারণ, টাটা বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করবে, যার জন্য দরকার হবে কোটি কোটি ডলার। আবার যখন মুনাফা প্রত্যাবাসন করবে, তখনও রিজার্ভের ওপর চাপ পড়বে। গত দু'তিন বছরে বাংলাদেশে কোটি কোটি ডলারের বিনিয়োগ হলেও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ঘাটতি কমাতে তা খুব একটা সহায়তা করেনি। বরং, বছরান্তে মুনাফা প্রত্যাবাসন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। অথচ টাটার বিনিয়োগ পর্যালোচনায় সরকার এ বিষয়গুলো কতোটা বিবেচনায় নিয়েছে তা খুবই অস্পষ্ট। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকেও তেমন কোনো পরামর্শ নেয়া হয়নি।

'এখন টাটার বিনিয়োগের বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাবের ওপর যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার'

মাহমুদুর রহমান

উপদেষ্টা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান অবশ্য টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে সমঝোতা আলোচনা শেষ হওয়ার পর সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলছেন, 'এখন টাটার বিনিয়োগের বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাবের ওপর যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার।' তিনি আরো জানিয়েছেন, 'টাটার সাথে নেগোসিয়েশন কমিটির আর কোনো আলোচনা হবে না। গত ৮ ফেব্রুয়ারি শেষ পর্বের আলোচনা সঙ্গে হয়েছে। তবে তারা জানিয়েছেন যে দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা একটি প্রস্তাব পাঠাবে। তাদের এ প্রস্তাব পাওয়ার পর এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে তিনি জানান।

বইমেলার নতুন বই

আনিসুল হকের

উপন্যাস

- দুঃস্বপ্নের যাত্রী (সময়)
- নন্দিনী (কাকলী)
- তিনি এবং একটি মেয়ে (পার্ল)

কিশোর উপন্যাস

- বোকা গোয়েন্দা (অনন্যা)

সংকলন

- রম্য অরম্য (পার্ল),
- গদ্যকার্টুনসমগ্র-২ (পার্ল)
- হাসির চার উপন্যাস (সময়)